‘নখের আঁচড়ে’ ধরা পড়ল তরুণীর দুই হত্যাকারী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরশহরের মধ্যপাড়া এলাকা থেকে লুবনা আক্তার (১৮) নামে এক তরুণীর লাশ উদ্ধারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। ‘নখের আঁচড়ের’ সূত্র ধরে লুবনার দুই হত্যাকারীকে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

দুই বন্ধু মিলে ধর্ষণের পর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করেছে তাকে।

লুবনা পৌরশহরের কাজীপাড়া এলাকার মুসলিম মিয়ার মেয়ে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোজাম্মেল হোসেন রেজা স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেন। হত্যাকাণ্ডে জড়িত রানা কর (৩০) ও নুপুর বসাক (৩২) নামে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাদের দুইজনের বাড়ি মধ্যপাড়া এলাকার বসাকপাড়া মহল্লায়। নিহত লুবনার সঙ্গে নুপুরের পূর্বপরিচয় ছিল।

মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন রেজা এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সোমবার ভোর রাতে একটি নম্বর থেকে আমাদের কাছে ফোন দিয়ে বলা হয় কাজের মেয়েকে মারধর করা হচ্ছে। এরপর থেকেই ফোন নম্বরটি বন্ধ রয়েছে। ঘটনাটি জানার পর সকালে আমি নিজেই ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত কাজ শুরু করি।

তিনি বলেন, প্রথমে আমরা ওই তরুণীর পরিচয় পাইনি। সে কাজের মেয়ে কী-না সেটিও আমরা বুঝতে পারছিলাম না। পরবর্তীতে ওই তরুণীর পরিবারের লোকজন এসে লাশ শনাক্ত করে। লাশের পাশে একটি ভাঙা টব ছিল। গলায় রশি পেঁচানো থাকলেও আমরা নিশ্চিত ছিলাম এটা হত্যাকাণ্ড। আর লাশ দেখে মনে হচ্ছিল দূরে থেকে এনে এখানে ফেলে যাওয়া হয়নি। যারাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তারা আশপাশেরই হবে। সেজন্য প্রথমেই আমরা আশপাশের ঘরগুলোকে আমরা নজরদারিতে রাখি।

মোজাম্মেল হোসেন রেজা বলেন, প্রথমে আমরা সন্দেহভাজন হিসেবে রানাকে আটক করি। তার শরীরে ‘নখের আঁচড়’ দেখেই আমাদের সন্দেহ হয়। লুবনাকে ধর্ষণ অথবা হত্যার সময় হয়তো সে বাঁচার জন্য নখ দিয়ে আঁচড় দিয়েছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রানা হত্যার কথা স্বীকার

করে জানিয়েছে সে ও তার বন্ধু নুপুর মিলে ধর্ষণের পর লুবনাকে হত্যা করে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে।

রানা পুলিশকে জানায়, রোববার রাতে নুপুর ফোন করে লুবনাকে রানার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে। এরপর রাত দেড়টার দিকে প্রথমে নুপুর এবং পরবর্তীতে রানা ধর্ষণ করে লুবনাকে। ধর্ষণের পর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ছাদ থেকে লুবনাকে নিচে ফেলে দেয়া হয়। কোনো প্রমাণ না রাখার জন্য লুবনার মোবাইলফোনটি ভেঙে বাড়ির পাশে ড্রেনে ফেলে দেয়া হয়।

পুলিশ কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন রেজা আরও বলেন, রানার গায়ে নখের আঁচড় বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলতে পারবেন লুবনার নখের আঁচড় কী-না। আমাদের তদন্ত এখনও চলেছে। তবে ধর্ষণের পর লুবনাকে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছে রানা এবং নুপুর।

এর আগে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মধ্যপাড়া এলাকার বসাকপাড়া মহল্লার রানার বাড়ির পাশে একটি বাড়ির ওঠান থেকে লুবনার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। লাশ উদ্ধারের পরপরই নিহতের পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রানাকে আটক করে পুলিশ। এরপর দুপুরে নুপুরকেও আটক করা হয়। সূত্র-যুগান্তর

করোনা সন্দেহে মাকে সখীপুরের বনে ফেলে গেলেন সন্তানেরা

‘মা, তুমি এই বনে এক রাত থাকো। কাল এসে তোমাকে নিয়ে যাব’—এ কথা বলে ৫০ বছর বয়সী মাকে শাল-গজারির বনে ফেলে যান তাঁর সন্তানেরা। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে সন্তানেরা এমনটা করেন। পরে দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলা প্রশাসন তাঁকে বন থেকে উদ্ধার করে ঢাকায় পাঠায়।

উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে বনের ভেতর থেকে এক নারীর কান্নার শব্দ শুনে স্থানীয়রা আমাকে খবর দেয়। পরে

স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ এলাকার লোকজন ওই নারীর কাছে যান। ওই নারী তাঁর ছেলেমেয়েরা কীভাবে তাঁকে জঙ্গলে ফেলে গেছেন, সেই কাহিনি বলেন। পরে রাত ১২টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) খবর দেওয়া হয়। রাত দেড়টার দিকে ওই নারীকে উদ্ধারের পর অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকার কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাতপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই নারীকে ভর্তি না করলে আজ মঙ্গলবার সকাল সাতটায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়।’

সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা শাহীনুর আলম আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ওই নারীর জ্বর, গলাব্যথা, সর্দি ও কাশি আছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ থাকায় ওই নারীকে রাতেই কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। আজ ওই নারীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে।

ইউএনও আসমাউল হুসনা লিজা এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ থাকায় ওই নারীর এক ছেলে, দুই মেয়ে ও জামাতারা মিলে তাঁকে বনে রেখে গ্রামে চলে যান। কীভাবে সন্তানেরা মায়ের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ করলেন? গ্রামবাসী খোঁজ না পেলে রাতের বেলা হয়তো ওই অসুস্থ নারীকে শিয়াল–কুকুরে খেয়ে ফেলত।’

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন, ওই নারীর বাড়ি শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায়। গাজীপুরের সালনায় একটি পোশাক কারখানায় ওই নারীর এক ছেলে, দুই মেয়ে ও জামাতারা চাকরি করেন। সবাই মিলে সালনায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। ওই নারী সবাইকে রান্না করে খাওয়াতেন। কয়েক দিন ধরে ওই নারীর জ্বর, সর্দি, কাশি শুরু হলে আশপাশের বাসার লোকজন তাঁদের তাড়িয়ে দেন। একটি পিকআপভ্যান ভাড়া করে শেরপুরের নালিতাবাড়ী যাওয়ার পথে সখীপুরের জঙ্গলে সন্তানেরা মাকে ফেলে যান। সূত্র-প্রথম আলো

গাংনীতে স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মান নিয়ে উপজেলা বাসির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা দেওয়ার নামে চলছে সাধারণ রোগীদের হয়রানি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির জেনারেটর, এমবুলেন্স সেবাও বন্ধ রয়েছে বলে সরেজমিনে দেখা যায়।

সেবার মানের বিষয়ে এর আগে কর্তব্যরত ডাক্তাররা সারাদেশের ন্যায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তার অভাবে সেবা দিতে নিজেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন বলে জানা যায়।

পরে ডাক্তারদের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের উদ্যোগে ও উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ৪৫টি পি পি ই সর্বরহ করা হয় যাতে চিকিৎসকরা নির্ভয়ে মানুষকে সেবা দিতে পারে। এছাড়াও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আরও ৫টি পি পি ই প্রদান করেন।

এর পরও প্রতিষ্ঠানটিতে ডাক্তারের উপস্থিতিও থাকেনা বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠানটির সয়শ্লিষ্ট একজন।

প্রতিষ্ঠানটিতে দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাদনান সাকিব গত বছর ডিসেম্বর মাসে যোগদানের পর থেকেই হাসাপাতালে অনুপস্থিত রয়েছেন। জানা যায় তিনি গাংনী চৌগাছা এলাকায় নিজ বাসাতে রোগী দেখেন নিয়মিত অথচ সরকারি বেতন সুবিধা নিয়েও হাসাপাতালে আসেননা। তবে এ বিষয়টিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াযুল ইসলাম অস্বীকার করে বলেন তিনি প্রতিদিনই অফিসে আসেন।

এদিকে গত শনিবার গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড এর মালসাদহ এলাকার ইছারদ্দি নামের একটি রোগী অসুস্থ্য অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে প্রথমে তাকে কোন চিকিৎসক না দেখে জরুরী বিভাগেই ফেলে রাখে দেওয়া হয়না কোন ব্যবস্থা পত্র। স্বজনরা যখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে ঐ মুহুর্তে কর্তব্যরত ডাক্তার রোগীর কাছে এসে তাকে ভর্তি করার পরামর্শ দিলে তাকে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তার তাকে ইনজেকশন দিলে রোগীটি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। স্বজনদের অভিযোগ তাকে সময় মতো সেবা দিলে

তিনি আরও বলেন আমি এই উপজেলা বাসিকে স্বাস্থ্য সেবা খাতে অনেক কিছু দিয়ে যেতে চাই।

শামীম ওসমানের অনুরোধে সাড়া প্রধানমন্ত্রীর, শুরু হচ্ছে নমুনা সংগ্রহ

নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনের এমপি একেএম শামীম ওসমানের অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে নারায়ণগঞ্জে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল এবং সিদ্ধিরগঞ্জ এমডব্লিও স্কুল এন্ড কলেজে এই নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু হবে।

করোনা উপসর্গের রোগীদের স্যাম্পল কালেকশন করবে জেকেজি হেলথ কেয়ার নামের একটি সংগঠন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংগঠনটির কর্মীরা রোগীদের স্যাম্পল কালেকশন করবে।
রবিবার সন্ধ্যায় এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বিষয়টি গণমাধ্যমকে অবহিত করেছেন শামীম ওসমান।

ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি জানান, মানবতার মা বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনতিবিলম্বে সোমবার সকাল ১০টা থেকে জেকেজি হেলথ কেয়ার সেন্টার নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে এই নমুনা সংগ্রহের দ্বায়িত্ব দিয়েছেন।

শামীম ওসমান বলেন, আমরা অনুরোধ ও দাবি জানিয়ে ছিলাম, নারায়ণগঞ্জে যাতে একটি করোনা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি হয়। সেই অনুরোধের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জেকেজি হেলথ কেয়ার সেন্টার নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে দ্বায়িত্ব দিয়েছেন।

আমরা ২টি জায়গা ঠিক করে দিয়েছি। একটি সিদ্ধিরগঞ্জের এমডব্লিউ

স্কুল এন্ড কলেজ এবং নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল। ওই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটাই অনুরোধ করেছেন, যারা মনে করছেন অসুস্থ্য, এক সাথে দুই জন যাবেন না, তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজটি করবেন। যাতে প্রোপার ভাবে কাজটি করতে পারেন।

তারা জাতির জনকের কন্যার নির্দেশে ও অনুরোধে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কাজটি করবেন শুধু মানবতার সেবার জন্য। তাদেরও প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এবং আল্লাহ যেন তাদেরও কবুল করে নেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বেতনের দাবিতে লকডাউন ভেঙে সড়কে পোশাক শ্রমিকরা

করোনাভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেও বেতনের দাবিতে লকডাউনের নিয়ম ভেঙে রাস্তায় নেমেছে গাজীপুরের কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। রবিবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে তারা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাসের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। কারখানা কর্তৃপক্ষ দেই-দিচ্ছি করে ঘুরাচ্ছে। এখন আমাদের ঘরে খাবার নেই। বাড়িভাড়া ও দোকান বাকি পড়ে আছে। পাওনাদারদের জন্য বাসা থেকে বের হতে পারছি না। এর মধ্যে গাজীপুর লকডাউন করা হয়েছে। এখন আমাদের না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে আজ সকাল ৯টার দিকে মহাসড়ক অবরোধ করেছি।

গাছা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দুই মাসের বকেয়া বেতন দাবিতে পোশাক শ্রমিকরা মহাসড়কে নেমে বিক্ষোভ করেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ১৬ এপ্রিল বেতন দেয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে চলে যান। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে করোনায় আরও ৪ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪ জনে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন ১৩৯ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২১ জনে।

রবিবার দুপুরে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা ভিডিও বার্তায় এ তথ্য জানান। তিনি আরও বলেন, দেশে আরও তিনজনকে করোনামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন নারী। পুরুষ দু’জনের একজন চিকিৎসক।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।

আজ রাতেই বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি আজ রাতেই হবে। শনিবার রাত ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির মঞ্চটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে জল্লাদের একটি দল। কারা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

এর আগে আবদুল মাজেদের সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করছে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা কারাগারের ভেতরেই ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন

মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র বলছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

সর্দি কাশি জ্বরে আরও ১৫ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাস আক্রান্তের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর মিছিল ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। সর্দি, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্টে প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছেন অনেক মানুষ। গত ৪৮ ঘণ্টায় এমন অন্তত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এর আগের দিন এ সংখ্যা ছিল ১৮ জন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা গেছে, করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, বাড়িতে বা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থেকে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা করোনায় মৃত্যুর চেয়ে বেশি। অনেক ক্ষেত্রে এসব মরদেহ দাফনে এলাকাবাসীর বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে স্বজনদের।
এদিকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন্স সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের হিসাব থেকে জানা যায়, চলতি বছরের মার্চে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৯৩০ জন, যা ২০১৯ সালে ছিল মাত্র ৮২০ জন, ২০১৮ সালে ১ হাজার ১০ জন।

নরসিংদীতে সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সুলতানা বেগম (৩৫) নামের এক গার্মেন্ট শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাকে দাফন নিয়ে বাধার মুখে পড়েন স্বজনরা। স্থানীয়দের বাধায় স্বামীর বাড়ি কাজিরকান্দি গ্রামে দাফন করতে না পারায় মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাবার বাড়ি আলোকবালীতে। সেখানেও বাধার মুখে পড়তে হয়। পরে প্রশাসনের সহায়তায় সকালে মারা যাওয়া সুলতানা বেগমকে বিকালে দাফন

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার রানীখার গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক নারী (৫০) গত বৃহস্পতিবার মারা গেছেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেরা ওই নারী কয়েক দিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগলেও তিনি তা গোপন রেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার পৌলুঞ্জ গ্রামে নির্দোষ চন্দ্র
(২১) নামের এক যুবক করোনা উপসর্গ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার মারা গেছেন। আট দিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত বগুড়ার একটি খাদ্য কারখানায় কর্মরত নির্দোষ চন্দ্রকে গত বুধবার তার বাড়িতে রেখে যায় কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরদিন দুপুরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার। ওই যুবকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বরগুনার আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা জি এম দেলোয়ার (৭৪) জ্বর নিয়ে গত বৃহস্পতিবার লোচা গ্রামে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন। করোনায় আক্রান্ত সন্দেহে তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। মৃতের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

পাবনার সাঁথিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃহস্পতিবার ছুম্মা খাতুন
(৪৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সুরক্ষা নিশ্চিত করে সে¦চ্ছাসেবক দল তার দাফন সম্পন্ন করেছে। করোনা পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃহস্পতিবার নোয়াখালী থেকে ঢাকায় নেওয়ার পথে এক ইতালি প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গত মাসে দেশে আসেন তিনি। তার বাড়ি সোনাইমুড়ির পশ্চিম চাঁদপুর গ্রামে। মৃতের বাড়িটি লকডাউন করেছে প্রশাসন। এ ছাড়া পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

□□□□□-□□□□□□□□